যুগান্তর

তারিখ ..২৪ OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার শিক্ষা আইনের খসড়া

যুগান্তর রিপোর্ট

এক সপ্তাহের মাথায় ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষা আইনের খসড়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। আইনের ওপর মতামত নেয়ার জন্য তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় শাস্তির মাত্রাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাবিত নির্দেশনা নিয়ে নানা মহল থেকে সমালোচনা হচ্ছিল। এ কারণে খসড়াটি তুলে নেয়া হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'মোটামুটি চূড়ান্ত করেই খসড়াটি ওয়েবসাইটে দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেটি প্রকাশ করা হয়। এরই মধ্যে প্রশ্ন ফাঁসসহ বিভিন্ন বিষয় আমাদের নজরে আসে। এ কারণে আমরা খসড়াটি তুলে নিয়েছি। তা চূড়ান্ত করার পর অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থে পরে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করব।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে মঙ্গলবার প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া তুলে নিয়ে বলা হয়েছে, 'খসড়া আইনটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিমার্জন করার প্রয়োজন আছে বিধায় শিক্ষা আইনের কপি ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করা হল।' মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) মো. ফারুক হোসেনের স্বাক্ষরে পুনঃবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তীতে শিক্ষা আইনের কপি চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

এ আইনে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বা এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের প্রস্তাব করা আছে। যদিও এটি নতুন কিছু নয়। ১৯৮০ সালের 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (অফেন্স) অ্যাক্ট' অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ১০ বছরের শাস্তির বিধান ছিল। ১৯৯২ সালে তা সংশোধন করে সাজা চার বছর করা হয়। সেটিই প্রস্তাবিত আইনে রাখা হয়েছিল।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি শিক্ষা আইনে ধারা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু এ নিয়ে আমরা আলাদা আইন করার চিন্তাভাবনা করছি। সেখানে বিস্তারিত থাকবে। পাশাপাশি সেখানেই আমরা বিবেচনা করব যে, প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি বর্তমানে যা আছে সেটা রাখব, না আরও বাড়বে। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই।

শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিকালে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষামন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে প্রণীত অ্যাক্রেডিশেন আইন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তাবিত আইন এবং সরকারি কলেজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার বিষয়েও আলোচনা হবে।